DEC. 24 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# কিন্ডারগার্টেন স্কুলের নামে প্রতারণা বাড়ছে

গুলশান সংবাদদাতা

সুষ্ঠু নীতিমালা না থাকায় রাজধানীসহ সারা দেশে একশ্রেণীর অসাধু লোক কিন্ডারগার্টেন স্কুল এ্যান্ড কলেজের নামে অবাধে গলাকাটা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

অনুসন্ধান করে জানা গেছে, এসব কথিত কিন্ডারগার্টেন স্কুলে সরকারী নিয়মনীতির কোন বালাই নেই। যে যার খুশিমতো একটি বাড়িতে বিশাল সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রংবেরঙের প্রচারপত্র বিলি করছে। এবং সেই সঙ্গে মন ভোলানো বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। এরা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ অথবা বিভিন্ন নামকরা স্কুল-কলেজে ভর্তির ১০০% নিশ্চয়তা দিয়েও মাইকিং কিংবা লিফলেট বিলি করে থাকে।

সরেজমিনে তদন্ত করে দেখা গেছে, এসব কিন্ডারগার্টেন স্কুলের যারা 'প্রিন্সিপাল' তাদের অনেকেই এমএ পাস তো দূরের কথা বিএ পাসও করেনি। মাত্র আইএ বা এসএসসি পাস করেও কেউ কেউ অধ্যক্ষ সেজে প্রতারণার মাধ্যমে রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষকদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে ৪/৫ জন যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক থাকলেও অধিকাংশ বেকার যুবক, যারা আইএ অথবা বিএ পাস করেছে, তারা প্রতিমাসে মাত্র এক হাজার থেকে ১২শ' টাকার বিনিময়ে চাকরি করছে। এসব কিন্ডারগার্টেন স্কুলের কোন সরকারী বৈধতা না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করানো হয়। আবাসিক ও অনাবাসিক এসব কিন্ডারগার্টেন স্কুলে মোটা অঙ্কের টাকা ফী ও গলাকাটা বেতন আদায় করা হয়। গুলশান, ধানমণ্ডি, মোহাম্মদপুর, মগবাজার, উত্তরা, হাজারীবাগ, মিরপুর প্রভৃতি থানার স্কুল ও কিন্ডারগার্টেন ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, তাদের ছেলেমেয়েদের মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে ভর্তি করায় এ আশায় যে, তাদের ছেলেমেয়েরা ক্যাডেটে ভর্তি হবার সুযোগ পাবে। নাম প্রকাশের অনিচ্ছুক একটি কিন্ডারগার্টেনের অধ্যক্ষ জানান, অনেক অভিভাবক মনে করেন কোন কিন্ডারগার্টেনের বাহ্যিক চাকচিক্য এবং বেতন বেশি হলেই সেই কিন্ডারগার্টেনটি ভাল।

**সরকারী নিয়মনীতির কোন বালাই নেই ॥ অর্ধশিক্ষিত অনেক লোক অধ্যক্ষ!**

উচ্চবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের অভিভাবকরা মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করে নামকরা কোন কিন্ডারগার্টেন বা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করাচ্ছে। তিনি জানান, অসংখ্য কিন্ডারগার্টেনের প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা সিলেবাস অনুসরণ করে থাকে। দেখা যায়, একই পরিবারের দু'টি শিশু একই ক্লাসে দু'টি ভিন্ন কিন্ডারগার্টেনে পড়ছে। তাদের বেতন ভিন্ন, বই ভিন্ন এবং পড়বার পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। অন্য দিকে একই পরিবারের দু'টি শিশু যদি ভিন্ন দু'টি সরকারী বা বেসরকারী স্কুলে পড়ে, তবে তাদের বেতনে কিছুটা তারতম্য থাকলেও বই এবং পড়াবার পদ্ধতিতে কোন ভিন্নতা থাকার কথা নয়।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এ্যাসোসিয়েশনের এক কর্মকর্তা বলেন, আমাদের দেশে বেশির ভাগ কিন্ডারগার্টেনেই ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রাইমারী স্কুল। একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের যে সমস্ত উপকরণ থাকা প্রয়োজন– অধিকাংশের তা নেই। তিনি বলেন, বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা শিশুদের খেলার মাঠ ও বিনোদন ব্যবস্থা দিতে পারছি না। তাঁর মতে বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল বললে অভিভাবকরা এসব স্কুলে বাচ্চাদের পাঠাবে না। তাই এসবকে কিন্ডারগার্টেনই বলা হয়।

বোর্ডের পাঠ্যক্রম অনুসরণের পাশাপাশি প্রত্যেক কিন্ডারগার্টেনেই প্রতি বিষয়ে একাধিক বই সংযোজিত থাকে–এ প্রসঙ্গ একটি ইংলিশমিডিয়াম কিন্ডারগার্টেনের অধ্যক্ষ বলেন, ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকের চাহিদার কারণে আমরা বাড়তি বই সংযোজন করি। অভিভাবকদের ধারণা– যে কিন্ডারগার্টেন বা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল যত বেশি বই পড়াবে, সেই স্কুলটি তত ভাল। তিনি আরও বলেন, যত দিন পর্যন্ত অভিভাবকের এ মানসিকতার পরিবর্তন না হচ্ছে, ততদিন বাধ্য হয়েই আমাদের এ রাস্তায় চলতে হবে। আমাদের দেশে কিন্ডারগার্টেনগুলোর জন্য সরকারী কোন নীতিমালা আছে কি-না জানতে চাইলে তিনি বলেন, কিন্ডারগার্টেনে এখনও তেমন কোন কার্যকর নীতিমালা নেই।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, একই রেজিস্ট্রেশন নম্বরে একাধিক কিন্ডারগার্টেন এ্যাসোসিয়েশন আছে। এসব এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছে তাদের কেউই কিন্ডারগার্টেন এ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং এর ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানাতে রাজি হয়নি।